160

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 17 1989 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

বৃহত্তর চট্টগ্রামে আজ শিবিরের সকাল-সন্ধ্যা হরতাল

চট্টগ্রাম ভার্সিটি ক্যাম্পাসে শিবিরের ব্যাপক ভাংচুর ॥ ২০ মে পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ঘটনার জের ধরে শিবিরকর্মীরা রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ ও পরিবহন দফতরে ব্যাপক ভাংচুর করেছে। চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ রবিবার থেকে আগামী ২০ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ স্থগিত ঘোষণা করেছে। ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিবির নেতা জোবায়ের হত্যার প্রতিবাদে বৃহত্তর চট্টগ্রামে আজ সোমবার সকাল-

(৭-এর পাতায় দেখুন)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(প্রথম পাতার পর)

সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে ছাত্র শিবির। ক্যাম্পাসে নিহত শিবির নেতা জোবায়েরের জানাজা পড়ার অনুমতি না দেয়ার প্রতিবাদে পূর্বঘোষিত অর্ধদিবস হরতালের মেয়াদ বাড়িয়ে পূর্ণ দিবস করা হয়েছে।

নিহত জোবায়েরের লাশ ক্যাম্পাসে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিবিরকর্মী ও পুলিশের মধ্যে দু'দফায় ধাওয়া পাল্টাধাওয়া এবং ফাঁকা গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। শিবির ক্যাডাররা নগরীতে ভাংচুর করেছে ৮/১০টি যানবাহন।

শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ ও এক শিবির নেতাকে হত্যার প্রতিবাদে রবিবার ছাত্র শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী শাটল ট্রেন কিংবা কোন যানবাহন চলাচল করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক কার্যক্রম ছিল বন্ধ। শনিবারের ঘটনার পর ছাত্রলীগ আমানত হল থেকে দক্ষিণ ক্যাম্পাস এবং ছাত্র শিবির সোহরাওয়ার্দী হলের মোড় থেকে উত্তর ক্যাম্পাস পর্যন্ত সশস্ত্র জঙ্গী অবস্থানে রয়েছে। থেমে থেমে চলছে উভয় দলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ। রবিবার বেলা ১১টায় শিবির ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্র ঐক্য আমানত হল থেকে সোহরাওয়ার্দী হল মোড় পর্যন্ত মাত্র ৫০ গজের মধ্যে পাশাপাশি বিক্ষোভ সমাবেশ করলেও পুলিশের কঠোর ভূমিকার কারণে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সমাবেশে উভয় দল শনিবারের ঘটনার জন্য পরস্পরকে দায়ী করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে।

এদিকে রবিবার দুপুরে লালদীঘি ময়দানে নিহত ছাত্র শিবির নেতা জোবায়েরের নামাজে জানাজা শেষে শিবিরের নেতা কর্মীরা ক্যাম্পাসে লাশ নিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ নগরীর চকবাজার ও মুরাদপুরে ব্যারিকেড দেয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শিবিরকর্মীদের দু'দফা ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ও ফাঁকা গুলিবর্ষণে কয়েকজন শিবিরকর্মী আহত হয়। এ সময় এলাকাবাসী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। লাশ ক্যাম্পাসে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কায় বাধা প্রদান করা হয় বলে পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তা জানান। পরে শিবিরের নেতা-কর্মীরা পুলিশী বাধা উপেক্ষা করে লাশ ক্যাম্পাসে নিয়ে যাওয়ার পথে অক্সিজেনের কাছে পুলিশ জোরপূর্বক জোবায়েরের লাশ নিয়ে তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলে পাঠিয়ে দেয়।

ছাত্রলীগ ও শিবিরের সশস্ত্র মুখোমুখি অবস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরণোন্মুখ। রবিবার নতুন করে কোন সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটলেও ছাত্রলীগ ও শিবির ক্যাম্পাসে শক্তিবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে বলে জানা গেছে। সূত্র মতে, ছাত্রলীগ ১ নং গেট দিয়ে এবং শিবির ২নং গেট দিয়ে শনিবার রাত থেকে রবিবার পর্যন্ত শতাধিক সশস্ত্র ক্যাডারকে ক্যাম্পাসে জড়ো করেছে। শিবির এ ঘটনাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে ক্যাম্পাস এবং হলসমূহে পুনরায় আধিপত্য বিস্তারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তবে ছাত্রলীগও যে কোন আক্রমণ মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে বলে ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী জানান। সংঘর্ষের ঘটনার পর শনিবার রাতেই শিবির সোহরাওয়ার্দী হল পুনরায় দখল করে নিয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ফের বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কায় সাধারণ ছাত্রছাত্রী রবিবারই হল ও ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে। বর্তমানে শাহজালাল, শাহ আমানত ও আব্দুর রব হল ছাত্রলীগের দখলে এবং আলাওল, এফ রহমান ও সোহরাওয়ার্দী হল শিবিরের দখলে রয়েছে। ক্যাম্পাসে প্রায় চার শ' পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে শিবির জোবায়ের হত্যার ব্যাপারে ছাত্রলীগের ৪১ নেতাকর্মীকে আসামী করে হাটহাজারী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।